R. N No. 2532/57
Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা।
রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মুল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭॥, সডাক ৮॥

জঙ্গিপুর স্কুলে দুর্নীতি, পরীক্ষার টাকা নিয়ে ছিনিমিনির অভিযোগ ?

বিশেষ প্রতিনিধি ৭ ডিসেম্বর—শোনা যাচ্ছে জঙ্গিপুর হাই স্কুলে বড় রকমের টাকা তছরূপের ঘটনার তদন্ত হ'য়ে গেছে। জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকমলকুমার পাল শহরের কয়েকজন নাগরিকের কাছ হ'তে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩রা ডিসেম্বর নাকি এই তদন্ত করেন? প্রকাশ তদন্তে আড়াই হাজার টাকার মত গোলমাল পরিলক্ষিত হয়েছে? যেটুকু জানা গিয়েছে তাতে শোনা যাচ্ছে স্কুলের সেণ্টার কমিটি ১৯৭৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ফী বাবদ যে টাকা তোলেন তার থেকেই সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে এই আড়াই হাজার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন? প্রধান শিক্ষক, বি ডি ও এবং স্কুলের জনৈক কর্মী নাকি এই পরীক্ষাগুলির জন্য বৈধ পারিশ্রমিক বাদেও রাহা খরচ বাবদ অর্থ গ্রহণ করেছেন? প্রধান শিক্ষক এক হাজার টাকা, কর্মীটি পাঁচশ'র কিছু বেশী, এবং বি ডি ও নেন ৯০০৲? আরো একটি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে বি ডি ও নাকি ১১৫৫৲ নিয়েছেন ও শহরের এক ব্যবসায়ীর কাছ হ'তে জিপ ভাড়া বাবদ সাদা কাগজে ১০৮৫৲ একটি রশিদ লিখিয়ে নিয়েছেন? এই তিনজন ছাড়াও আর একজন যাতায়াত খরচ বাবদ পঁচানব্বই টাকা নিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কর্মবিনিময় কেন্দ্রে কুকর্মের অভিযোগ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৬ ডিসেম্বর—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্মবিনিময় কেন্দ্রে (এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ) ব্যাপকভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এ ব্যাপারে সি পি এম এবং আর এস পির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রকাশ, বাইরের কিছু কর্মপ্রার্থী 'স্থানীয়' বলে এই কেন্দ্রে নাম রেজিষ্ট্রী করে বিভিন্ন বিভাগে চাকরিতে বহালের চেষ্টা করছে। ফলে স্থানীয় বেকারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। তারা চাকরির সম্ভাবনার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর জন্যে এখানে বেশ উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আরো জানা গেছে, টাকার লোভে এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী নাকি এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ইণ্টারভিউ ও চাকরির লোভে বহু বেকার এদের খপ্পরে পড়ে ঠকছে। কিছুদিন আগে সাগরদীঘির কয়েকজন কর্মপ্রার্থীকে এই কর্মবিনিময় কেন্দ্রের মাধ্যমে ইণ্টারভিউয়ে ডেকে হয়রাণ করা হয়েছে। সি এস এফ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য ওই সমস্ত বেকারকে ইণ্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু যোগ্যতার জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট দিনে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে তাদেরকে ঠকতে হয়েছে। এই ঘটনাকে সকলে কর্মবিনিময় কেন্দ্রের 'ভাঁওতাবাজি' বলে মনে করছেন।

গিরিয়া স্কুলের ছাঁটাই শিক্ষক পুনরায় বহাল

জঙ্গিপুর, ১ ডিসেম্বর—গিরিয়া জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক মহঃ গিয়াসুদ্দিনকে স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর 'সকল বাঙলা বনধ' এর দিন তাঁর উপর 'ক্ষিপ্ত হয়ে' স্কুল পরিচালকমণ্ডলী প্রধান শিক্ষকের 'পৃষ্ঠপোষকতায়' তাঁকে দিয়ে 'সাদা কাগজে সই' করিয়ে নেন বলে জানানো হয়েছে। পরে সেই কাগজে তাঁর পদত্যাগের স্বীকারোক্তি লিখে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালকমণ্ডলীকে দিয়ে 'অনুমোদন' করিয়ে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে কংগ্রেসী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অনাহারে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৬ ডিসেম্বর—মনিগ্রাম অঞ্চলের নয়াপাড়া গ্রামের পরাণ মুরমু নামে একজন আদিবাসী গত সপ্তাহে অনাহারে মারা গিয়েছেন। এ খবর জানিয়েছেন গ্রামের জনৈক আদিবাসী সাঁওতাল। তিনি বলেছেন, পরাণ মুরমু দীর্ঘদিন ধরে অভাবের তাড়নায় অপরের বাড়ি থেকে ভাতের ফ্যান চেয়ে খাচ্ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে তিনি মনিগ্রাম খাদ্যত্রাণ কমিটির কাছে গিয়েও কোন রকম খয়রাতি সাহায্য পাননি।

হাঁস-মুরগীর মড়ক

সাগরদীঘি, ৬ ডিসেম্বর—প্রায় দু'মাস থেকে এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে পাইকারী হারে হাঁস-মুরগীর মড়ক দেখা দিয়েছে। মারা যাওয়ার আগে তারা চুনের জলের মত অথবা সবুজ রং-এর মল ত্যাগ করছে। পরে তাদের পা ও পাখনা অবশ হয়ে যাচ্ছে। এই রকম লক্ষণ দেখা দেওয়ার আট ঘন্টার মধ্যে তাদের মৃত্যু ঘটছে। ঠিক এই সময় সাগরদীঘি ব্লকের পশু-চিকিৎসা সাহায্য কেন্দ্রে কোন ওষুধ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিরক্ষরতার সুযোগে মৃত্যুবাণ স্বাক্ষরিত

জঙ্গিপুর, ৭ ডিসেম্বর—মানুষ নিরক্ষর হলে তাকে কতটা মাশুল দিতে হয় তার একটা নমুনা আমাদের হস্তগত হয়েছে। জঙ্গিপুর কলেজের নাইট গারড ভজহরি দাস নিরক্ষর। বিগত মহালয়ার দিন কলেজের অফিসে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর কলেজের হেড ক্লারক ও জনৈক হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে চাকরিতে উন্নতি হবে বলে একটি কাগজে ভজহরির টিপসহি নেন এবং

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্ত্তত্রাণে সাহায্যদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যে সাম্প্রতিককালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে জীবন ও সম্পত্তি-হানির ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফরাক্কা বাঁধ কলোনীর উদ্বৃত্ত যাত্রা তহবিল থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক হুণ্ডির মাধ্যমে ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যের দুর্গতদের সাহায্যে ৫০১ টাকা করে এক হাজার দু' টাকা পাঠানো হয়েছে। যাত্রা কমিটির সম্পাদক অনুপকুমার মিত্র এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তাঁরা উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর টেগোর সেণ্টারে কবিগুরুর মর্মর মূর্তি স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও বরিশাল সমিতির ফরাক্কা শাখা চক্ষু অস্ত্রোপচার তহবিলে ২০১ টাকা এবং ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের হাতে মৃত কর্মীদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য এক হাজার এক টাকা ও ৮০১ টাকা দান করেছেন।

ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ-তামিলনাড়ুর আর্তত্রাণে জঙ্গিপুর ক্রিমিনাল বার এ্যাসোসিয়েশন গত ৬ ডিসেম্বর ৮৫৫ টাকা দান করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার, সন '৮৪ সাল

নবান্নের স্বপ্ন

মাসটি অগ্রহায়ণ। বাঙালীর বড় প্রিয় মাস। মাঠে মাঠে পাকা ধানের সুমিষ্ট সুবাস। বাতাসে মধুরতা স্নিগ্ধ তাহার আমেজ। হাটে-বাজারে সবুজ তাজা সব্জীর সমারোহ। মানুষের মনেও খুসির আমেজ। খেজুর গুড় ও তাহার পাটালি দিয়া নূতন আতপের পায়েস; নূতন চাউলের সহিত দুগ্ধ, মূলা ও আদা মিশাইয়া নবান্নের ভোগ; নানা রকম ভাজা দিয়া অন্নব্যঞ্জনের স্বপ্নে বাঙালী মন বিভোর। ইহা বহু পুরাতন রীতি। নবান্নের সহিত বাঙালীর পিরীত বহু যুগের।

কিন্তু ১৩৮৪-র অগ্রহায়ণে সে স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্ন। আকাশছোঁয়া দরের ফলে তাজা সব্জী আজ মানুষের নাগালের বাহিরে। পায়েসের দুধও শতাব্দীর ফসিল। সব বাদ দিয়া শুধু চাল যোগাড় করাও প্রায় অসম্ভব। চালের চালবাজী বুঝা দুষ্কর। দরের ভোজবাজী দাবা খেলার সামিল। আমরা সেই খেলার ঘুঁটি। সরকার এই দাবা খেলার নীরব দর্শক, পুতুল প্রহরী। আমরা যদি ছটফট করি, ব্যবসায়িগণ তাহা হইলে খেলার পাট বন্ধ রাখিয়া আমাদিগকে 'টাইট' দেন; সরকার 'গাইড' হইয়া চিৎকার করেন, 'খবরদার! একদম খতম কর দেগা।' খেলোয়াড় ব্যবসায়িগণ খেলা বুঝেন। তাই তাঁহারা হাসেন আর কাশেন, কিন্তু নরম হন না।

অপরদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে রেশন ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তাহাও 'কিম্ভূত-কিমাকার'। রেশনে যে আতপ চাউল সরবরাহ করা হয় তাহাও কদাকার। চাউল অথবা চাউলের প্রেতাত্মা বুঝা দায়। ইহা হইতেই মালুম হয় সরকারী প্রহসন।

অগ্রহায়ণ মাস আশার মাস, এই মাসে নূতন চাউল উঠে। বাঙালীও স্বপ্ন দেখে নবান্নের। কিন্তু বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা হেতু নবান্ন আজ স্বপ্নে পর্যবসিত। নবান্নের সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন আজ মহাদুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবে হইবে জানা নাই; শুধু ভয় হয় প্রাণ ভরিয়া আবার কোনদিন বলিতে পারা যাইবে কি না 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/তোমার ভবনে ভবনে।'

উলটাপুরাণ

সম্পাদক ভায়া, ৺জগদ্ধাত্রী পূজার পর সাকুল্যে বিজয়াভিনন্দন এ বছরের মত সারিয়া লইতেছি। বহুদিন কোন সন্ধান ছিল না; তাহার কারণ আমি সত্যের সন্ধানে গিয়াছিলাম। সাগরপারে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সঙ্গতির অভাবে সাগরের পার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কি? প্রশ্ন করিতেছ, সত্যের সন্ধান পাইয়াছি কি না। ভায়া হে, কোন প্রাক্তন রসিকের কথাই অনুসরণ করিয়া বলি—বহু ক্লেশে আমি যাহা জানিয়াছি, তুমি অনায়াস আরামে ঘরে বসিয়াই সেটি জানিয়া লইবে, সেটি হইতেছে না। তবে হতাশ হইবার কারণ নাই। কালে সকলই প্রকাশ পায়।

তোমার সংবাদপত্রে দেখিতেছি প্রকাশিত সংবাদ সত্য নয় বলিয়া পত্র-লেখকগণ প্রতিবাদ করিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে পাঠকগণ ভাবিয়া পাইতেছেন না কোনটা কতখানি সত্য। কবি বলিয়াছেন ঘটে যা তা সব সত্য নহে। তাহা হইলে কি করিয়া বুঝিব কোনটি আসল সত্য! (হায় রে! সত্যেরও আসল নকল ভেদ আছে।)

প্রিয়দর্শী অশোক তাঁহার বিখ্যাত অনুশাসনগুলিতে কত ভাল ভাল কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করি—তিনি ছিলেন মহান সম্রাট। পক্ষান্তরে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাও কত ভাল ভাল কথা চালু করিয়া পোষ্টার ছাপাইয়াছেন—কম কথা, বেশি কাজ; কঠোর শ্রমের বিকল্প নেই; দেশ এগিয়ে চলেছে; ইত্যাদি। অথচ এই ভাল কথাগুলিই এখন প্রাচীরলগ্ন থাকিয়া মহানেত্রীকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। (আ-হা! তিনি যদি পাথরে খোদাই করিতেন তবে দু'হাজার বছর পর তাঁহার কত নাম হইত।)

সেকালের ঐতিহাসিক যাহা সত্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এ কালের গবেষক তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। এমন কি অতি বস্তুনিষ্ঠ শাস্ত্রবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য চির-কাল একই থাকিতেছে না। সে কারণে পৃথিবীর আকার কেহ বলিতেছেন কমলালেবুর মত, আবার কেহ বলিতেছেন নাসপাতির মত। (আমার মতে পৃথিবীটা গোল আলুর মত—উহা যে কোনো আকারের হইতে পারে, নামে গোল।)

পাঠক! ভাবিয়া দেখুন—নামের কেরদম্। তাহা না হইলে কেন আমরা কেবল সত্য সন্ধান করিতেছি, অথচ তাহা পালন করিতেছি না। কথায় কথায় বলি—দেশে আজকাল আর সত্যের স্থান নাই; তখন কি ভাবি যে আমিও দেশের একজন? ইহাই উল্টা পুরাণ।

। চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

কৃষ্ণাঙ্কুরের কালি-কলম

গঙ্গাদা চলে গেল ॥

গঙ্গাধর চলে গেল। গঙ্গাধর সিংহ ওরফে সবার গঙ্গাদা। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বেশ কয়েক দশকের পুরাতন দপ্তরী। নিঃসন্তান গঙ্গাদা নিজেকে সবটাই গুটিয়ে নিয়ে কয়েকটা খণ্ড ছিন্ন স্মৃতির ছাপ পেছনে ফেলে রেখে চলে গেল। চলে গেল নক্ষত্রলোকে যেখানে মহাতাব আছে। মহাতাবও এমনি করে একদিন চলে গিয়েছিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হতে, ধরার আঙিনা হতে। এই তো সেদিন গঙ্গাদাও মাটির মায়া কাটিয়ে দিয়ে মৃত্যুর ডান হাত ধরে হেমন্তের হিমজমা রাত্রির দেউড়ি পাড়ি জমাল। সে ছিল বিদ্যালয়ের জাগ্রত প্রহরী, একনিষ্ঠ সেবক, পুরাতন ভৃত্য। সততা আর নিষ্ঠার জীবন্ত অবয়ব গঙ্গাদা। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সেবাব্রতে ছিল নিবেদিত প্রাণ। বার্দ্ধক্যের ভারে আনত এই মানুষটিকে পূজোর আগেও দেখা গেছে বিদ্যালয়ে আসতে, জানি না কি কাজে। হয়তো এসেছিল যাবার আগে ক্ষীণ দৃষ্টির অস্বচ্ছ আভায় একবার শেষ বারের মত পঞ্চাশ বছরের স্নেহলালিত, পরিচর্য্যাসেবিত বিদ্যায়তনকে দেখে যেতে। কি গভীর ভালোবাসা ছিল তার ঐ প্রতিষ্ঠানের 'পর'। দায়িত্বশীল মানুষটির হৃদয় কন্দরের সব শূন্যতা মুছে দিয়েছিল বুঝি বিদ্যায়তনের কর্ত্তব্য ভার। তাই বুঝি বিদ্যালয় তার কাছে ছিল না জীবিকা সংগ্রহের ক্ষেত্র, ছিল কর্মসাধনার পুণ্য পাদপীঠ। সেই নিষ্ঠায়, সেই ঐকান্তিকতায় পূর্ণ ছিল তার মন। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রত্যূষে, বর্ষার বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখেছে অনেকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে—পরীক্ষা করে দেখতে ঘরের কুলুপগুলো ঠিক লাগানো আছে কি না? এ দায়িত্ববোধের কি মূল্য সে জীবনে পেয়েছে? জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ে আর কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে শতবর্ষ অনুষ্ঠান (১৮৭৭-১৯৭৭)। গঙ্গাদা শতবর্ষ উৎসব দেখে যেতে পারলো না। শতবর্ষ পূর্তি বৎসরে শতবর্ষের শতদীপ জ্বলার আগেই তার জীবনের দীপ নিবে গেল। ডিসেম্বরের প্রথম উষালগ্নে সূর্যোদয়ের আগেই গঙ্গাদা চলে গেল।

গঙ্গাদা চলে গেছে। কিন্তু তার 'পরিস্থিতি' (এ শব্দটা প্রায় সব কথায় ব্যবহার করতো) আজ তার অতি পরিচিত মানুষদের কাছে নির্মল আনন্দের প্রবাদ নির্ঝর। মাষ্টার মশাইদের অবসর জীবনে পেনসন্ চালু হওয়ার খবর শুনে সেদিন গঙ্গাদার মুখে ফুটে উঠেছিল উজ্জ্বল আনন্দের কয়েকটি রেখা। বলতে শোনা গেছে "মাষ্টারবাবুদের যখন পেনসিল হয়েছে—তখন আমারও হবে।" জরাগ্রস্ত গঙ্গাদা সরকারী পেনসিল (পেনসন্‌কে পেনসিল বলতো) পেল না। মহাকালের ডাকে মহামুক্তির পেনসন্ ভোগের উদ্দেশ্যেই বুঝি সে চলে গেল। পিছনে ফেলে গেল এমনি টুকরো টুকরো এক রাশ স্মৃতির অম্লান ছবি।

গঙ্গাদা ছিল বিদ্যালয়ের কাছে যেন বিভূতিভূষণের সৃষ্ট রূপোকাকার মূর্ত্তিমান রূপ; মাটির পৃথিবীর চাষ ছড়া ফেলে দিয়ে রূপোকাকার মতই গঙ্গাদা চলে গেল অন্য লোকে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ৬ নভেম্বর—জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ের কাছে গত বুধবার একটি ট্রাক উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের খালাসীর মৃত্যু ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

শুঁড়িখানায় হামলা গুলি,গ্রেপ্তার,অবরোধ

সাগরদীঘি, ১ ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে এক ট্রাকটি কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই থানার বোথারার উপকণ্ঠে ৩৪নং জাতীয় সড়কে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জনৈক ট্রাকচালক তাঁর ট্রাক কেটে একজন লোক এক পেটি চা নিয়ে রাস্তার ধারে অজিত সাহার মদের দোকানে ঢুকেছে—এই দাবি জানিয়ে দোকানদারের ঘরের ভেতর ঢুকতে চায়। দোকানদার আপত্তি জানালে সে জোর করে ঢুকতে যায়। দোকানদার তখন তাকে বন্দুক দেখান। ট্রাকচালক ফিরে গিয়ে রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ ৭০/৮০ জন লোক নিয়ে এসে মদের দোকানে হামলা করে এবং শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। অজিত সাহা তখন জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাক করে এক রাউণ্ড গুলি চালান। হামলাকারীরা বেরিয়ে গিয়ে অজিত সাহার দোকান বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ট্রাক দিয়ে। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ এবং সাগরদীঘি থানা থেকে কয়েকজন অফিসারসহ পুলিশবাহিনী-কে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পুলিশ গিয়ে শুঁড়ি-খানার মালিক অজিত সাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর বন্দুকটি সীজ করে। বাড়ির ভেতর তল্লাসি চালিয়ে ট্রাকচালক বর্ণিত চায়ের চোরাই কোন পেটি পাওয়া যায়নি। পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণের পরও চালকরা অবরোধ তুলে নিতে রাজি না হওয়ায় জাতীয় সড়কে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। আজ অধিকাংশ যানবাহনকে এস এম জি আর রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে এবং মহকুমা কারা আরক্ষাধ্যক্ষ ঘটনা স্থলে গিয়ে ট্রাক চালকদের অনুরোধ জানালে ১৬ ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। আজ বিকেল তিনটে নাগাদ জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

চুরি-ডাকাতি-খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ ডিসেম্বর—গত দু' দিনে মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি, ডাকাতি ও খুনের খবর পাওয়া গিয়েছে। অভিনব চুরির ঘটনা ঘটেছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সারজেন ডাঃ অমলেন্দু মুখারজির ফ্লাট থেকে ৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত এক ভদ্রলোক আসেন তাঁর বাবার চিকিৎসার জন্য ডঃ মুখারজিকে ডাকতে। ভদ্রলোকের হাতে নীল রং-এর একটি ফোলিও ব্যাগ ছিল। ডাঃ মুখারজি ভদ্রলোককে চেম্বারে বসিয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে হাসপাতালে চলে যান অপারেশন করতে। হাসপাতাল ডিউটি সেরে বেলা চেড়টা নাগাদ ফ্ল্যাটে ফিরে তিনি দেখেন ভদ্রলোক উধাও। সেই সঙ্গে উধাও তাঁর ষ্টেথোসকোপ, রক্তচাপ মাপক যন্ত্র এবং কিছু ওষুধপত্র। ডাঃ মুখারজির সন্দেহ এ কাজ সেই ভদ্র-লোকেরই। থানায় জানানো হয়েছে, কোন ফল হয়নি। অপর এক সংবাদে জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরি গ্রামে পাকা ধান চুরির ঘটনা বেড়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই মাঠ থেকে ধান চুরি যাচ্ছে বলে গ্রামবাসী জানিয়েছেন।

পুলিশী সূত্রের খবরে জানা গেছে, ৫ ডিসেম্বর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার গোফুরপুর বরজে একদল সশস্ত্র ডাকাত কুদ্দুস ইসলামের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদে ও গহনায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা লুঠ করে। তাদের কুড়োলের আঘাতে গৃহস্বামীর বাবা জখম হন। পালাবার সময় তারা দু'টি বোমা ফাটায়। পুলিশ সন্দেহক্রমে দু' জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধুলিয়ান থেকে পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গতকাল গভীর রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার মহিষাস্থলি গ্রামের সেতাব সেখ ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত হয়েছে। গ্রামের মুক্তাহার সেখ রাত্রে সেতাব সেখের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে এবং একটি ছোড়া আমূল বসিয়ে দেয় সেতাবের পেটে। গত বছরের একটি খুনকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল বলে প্রকাশ।

শান্তির প্রতিশ্রুতি ফুলতলায় আসন্ন কালীপূজোয় শান্তি বজায় রাখার জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানায় অনুষ্ঠিত সভায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য ঘটেছে বলে খবর।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সেমিফাইনালে গত ৪ ডিসেম্বর গোফুরপুর ভ্রাতৃ সংঘ ২—১ গোলে নয়াবাহাদুরপুর রিক্রেয়েশন ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। নদীয়ার কালীনারায়ণপুর এস এস (বি) দলের সঙ্গে ১১ ডিসেম্বর ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব পরিচালিত রানিং শীল্ডের ফাইনাল খেলায় গত ৩ ডিসেম্বর মিরজাপুর তরুণ সংঘ ২—০ গোলে ছামুগ্রাম রক্ষীবাহিনীকে হারিয়ে শীল্ড লাভ করেছে।

গত ১ ডিসেম্বর সাগরদীঘি ব্লকের বেলড়িয়ায় যুবকবৃন্দ পরিচালিত কৃষ্ণ-কিঙ্কর দে স্মৃতি কাপ-এর একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে বেলড়িয়া ইউথ সংঘ। ৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটা পল্লীতে ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রহিমা খাতুন স্মৃতি শীল্ড ও কাপ (ফর এভার)-এর একদিনের হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। দিনের শেষে দরবেশপাড়া আজাদ সংঘ অরঙ্গাবাদ আজাদ সংঘকে ৮ পয়েন্টে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

এটা প্রচার না, সত্য। পরীক্ষা করুন। নর্থবেঙ্গল টি বায়ার্স এসো-সিয়েশনের সৌজন্যে চা ভাণ্ডারে সস্তায় ভাল চা এমন কি ১ কেজি চা ১২'০০তেও পাওয়া যাইতেছে। তবে কেবল **সদরঘাট চা ভাণ্ডারে** পাইবেন, কারণ চা ভাণ্ডারের আর কোন শাখা (ব্রাঞ্চ) নাই।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সাগরদীঘি, ৩০ নভেম্বর—বালিয়া রামানন্দ যোগাশ্রমে মহাযোগেশ্বর শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী রামানন্দ সরস্বতী মহারাজ ও শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব দিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করেন। উৎসব শেষে এক শোভাযাত্রা বের হয়।

কর্মখালি

চাচণ্ডা বি, জে, হাইস্কুল পোঃ লোহরপুর, মুর্শিদাবাদ-এর সম্পাদকের নিকট ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন ট্রেণ্ড বি, এ ও একজন অষ্টম শ্রেণী পাস পরিচারিকা (৪র্থ শ্রেণী) স্থায়ী পদের জন্য সাতদিনের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদবি পরিবর্ত্তন

আমি শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ লস্কর, পিতা শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ লস্কর, জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ৭-১২-৭৭ তারিখে জঙ্গিপুরের এস ডি জে এম-এর আদালতে আফিডেবিট করিয়া নবাবের রাজত্বকালে প্রাপ্ত লস্কর পদবি পরিবর্ত্তন করিয়া বংশের সাবেক পদবি অনুসারে এখন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র নামে পরিচিত হইলাম এবং আমার স্ত্রী প্রতিভা লস্কর-এর স্থলে প্রতিভা মৈত্র নামে পরিচিতা হইলেন এবং আমার পুত্র গৌতমনারায়ণ লস্কর-এর স্থলে শ্রীসুদীপ্তকুমার মৈত্র নামে পরিচিত হইল। স্বাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

নিরক্ষরতার সুযোগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করেন। পরে ভজহরি জানতে পারেন যে, ওই কাগজে তাঁর মৃত্যুবাণ স্বাক্ষরিত হয়েছে। কারণ ওই কাগজে লেখা রয়েছে তাঁর অবসর গ্রহণের বয়স হয়েছে বলে তিনি আরো ছ'মাসের জন্য একস্টেনসন প্রার্থনা করেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে ওই দরখাস্তর ভিত্তিতে ভজহরির তিন মাসের বাড়তি চাকরির মেয়াদবৃদ্ধি নাকি মঞ্জুর করেছেন।

আজ জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া ভজহরির আবেদন থেকে এ কথা জানা গেছে। আবেদনের একটি প্রতিলিপি জঙ্গিপুর সংবাদ দপ্তরেও পাঠানো হয়েছে। আবেদনে ভজহরি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট তিন ব্যক্তি তাঁকে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন। ভজহরি ওই ধরনের কোন বক্তব্যে কখনো সই করতে চান না। তিনি মনে করেন যে, তাকে কর্মচ্যুত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ওই টিপসহি করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সব শেষে তিনি এই ভয়ঙ্কর চক্রান্ত থেকে তাঁর 'জীবন ও জীবিকা' রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সর্ত অনুযায়ী ভজহরির চাকরির মেয়াদ এখনও প্রায় আট বছর।

হাঁস-মুরগীর মড়ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যাচ্ছে না। টীকা-ইনজেকসনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। ব্লকের মনিগ্রাম পশুচিকিৎসা সাগাধ্য কেন্দ্রে প্রায় ছ'মাস ধরে কোন চিকিৎসক আসছেন না। তাই এলাকার লোকেরা হাঁস-মুরগীর চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ এই ব্লকে ব্যাপকভাবে হাঁস-মুরগী পালন করা হয়।

ছাঁটাই শিক্ষক পুনর্বহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এম এল এ হাবিবুর রহমান সহযোগিত করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাঁটাই কর্মী পুনর্বহালের নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য এলাকার হাজার হাজার মানুষ ছাঁটাই শিক্ষক মহঃ গিয়াসুদ্দিনকে স্বপদে পুনর্বহালের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'কংগ্রেসের প্ররোচনায়' বারবার সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের আদেশনামা সাথে নিয়ে এলে গত ২৪ নভেম্বর সহস্রাধিক মানুষ বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী ও প্রধান শিক্ষককে বাধ্য করেন মহঃ গিয়াসুদ্দিনকে পুনর্বহাল করতে। মহঃ গিয়াসুদ্দিন এলাকার গণ আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির সভাপতি।

সাংস্কৃতিক পরিষদ

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর—গতকাল জঙ্গিপুর পুরভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহকুমা শাসককে সভাপতি করে জঙ্গিপুর মহকুমা সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রস্তাবিত জেলাব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা ও সেই সঙ্গে মেলার বিষয়ে সকলের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে পরিষদের ১ম বার্ষিকী উৎসব আয়োজনের বিরাট ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরীক্ষার টাকা নিয়ে ছিনিমিনির অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভদ্রলোকও নাকি একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা। পদাধিকার বলে স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রের অফিসার-ইন-চার্জ বি ডি ও এবং সেক্রেটারী প্রধান শিক্ষক। বোরডের নিয়ম অনুযায়ী অফিসার-ইন-চার্জ ৭৫ টাকা এবং তাঁর নিযুক্ত সুপার ভাইজার ৫০ টাকা পাবার হকদার। ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও সুপারভাইজার ছাড়া আর কেউ টাকা পেতে পারেন না এই নাকি নিয়ম। টাকা নিতে হলে সংশ্লিষ্ট দু'জনের ক্ষেত্রে উপরওয়ালার অনুমতি নেবার নিয়মও চালু আছে। এবং তারা যে পরিমাণ টাকা নেবেন তার ৪০% ট্রেজারিতে জমা রাখতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সব কোন নিয়মেরই তোয়াক্কা করা হয়নি? খবর পাওয়া যাচ্ছে, তদন্তে এই সব অভিযোগ ছাড়াও আরো কিছু চরম দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া গেছে? তদন্তের স্বার্থেই সেগুলি নাকি অতি গোপনে রাখা হয়েছে?

অনেকের স্মরণ নিশ্চয়ই আছে যে ১৯৭৬ সালে এপ্রিল মাসে সেন্টার কমিটির সম্পাদক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকার সিংহভাগ নেওয়ার অভিযোগ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই সব ঘটনা বর্ত্তমানে তদন্তের পর্য্যায়ে থাকায় কোন মন্তব্য সম্ভব নয়। তবে সাধারণের উক্তি—যদি ঘটনাগুলি সত্য হয় তবে শত বৎসরের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।

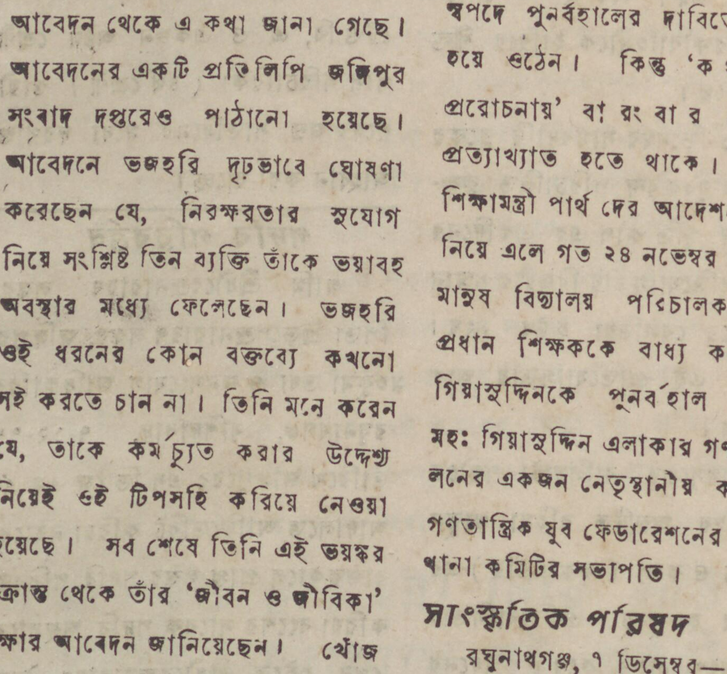

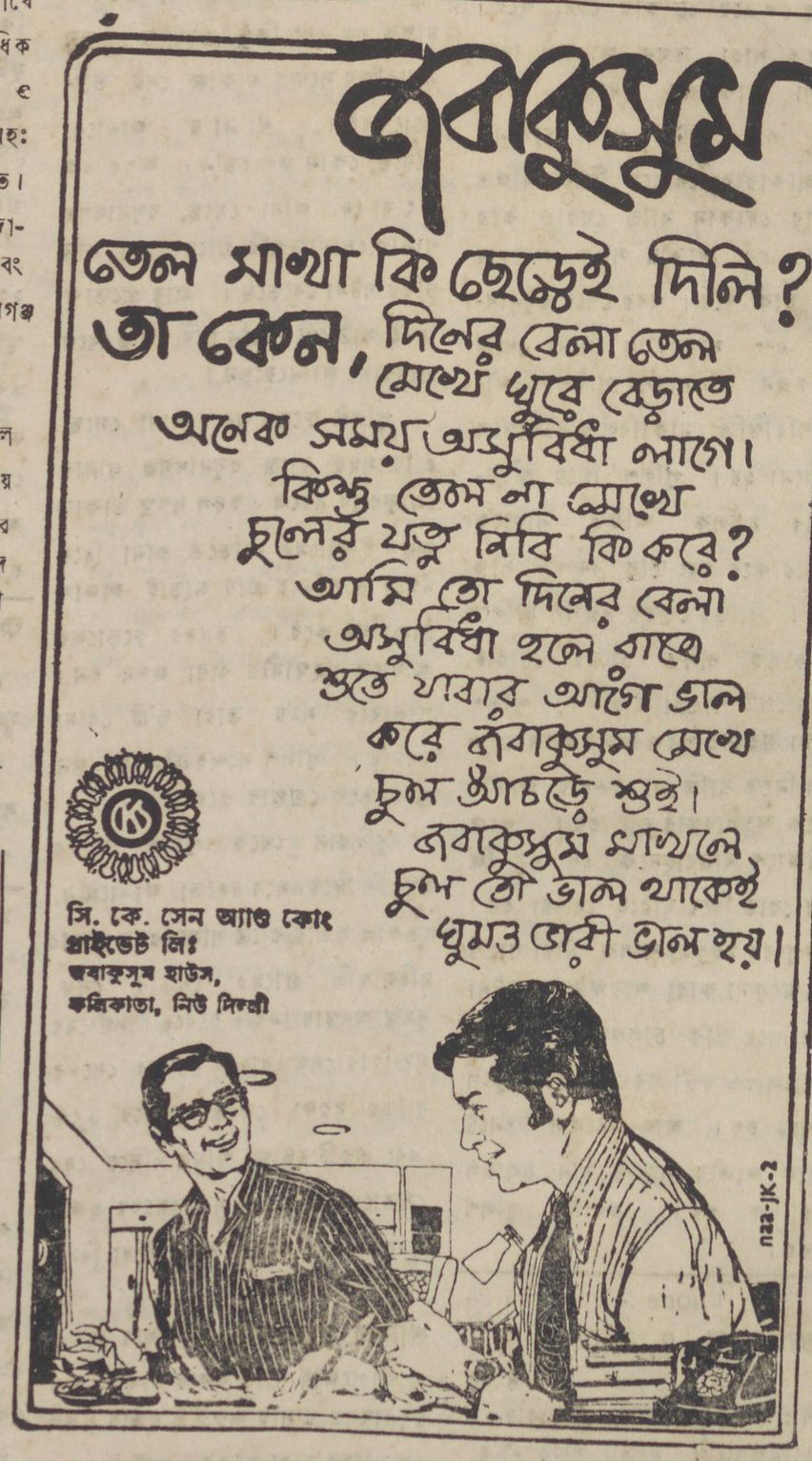

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।